স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত তথ্যঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর বিগত দু'বছরের(২০০৯-২০১০) কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্বরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে জনগণের পুষ্টি স্তর উন্নয়ন ও জনগণের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। বাংলাদেশ ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

বাংলাদেশের জনগণের টেকসই স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP) ২০০৩-২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত সেক্টর কর্মসূচি সংশোধিত Program Implementation Plan গত ২৮.০৮.২০০৮ তারিখে ৩৭,৩৮৪.১১ (সাইত্রিশ হাজার তিনশত চুরাশি দশমিক এক এক) কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপক খাত হিসেবে সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ চালু রাখা হয়েছে যার উদ্দেশ্য হলো অত্যাবশ্যকীয় সেবাসহ অন্যান্য নির্ধারিত সেবার প্রাপ্যতা ও তার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ সবল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনবল নিয়োগ, জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে শয্যা বৃদ্ধি, মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃচালুকরণ, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বৃদ্ধি করে সরকার এ খাতের ব্যাপক পরিবর্তন করেছে। সরকারের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর ফলে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। জাতি সংঘ ঘোষিত সহাস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে এমডিজি-৪ অর্জিত হওয়ায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ পুরস্কার ২০১০ অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, কমিউনিটির অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, সেবা প্রত্যাশীদের চাহিদা বৃদ্ধি ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন অবকাঠামো স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের পল্লী অঞ্চলে ৪১৯(চারশত উনিশ) টি ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মধ্যে ২০৬টি ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে, ৯৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উন্নীতকরণের কাজ চলছে। বাকী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে পর্যায়ক্রমে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে। বিভিন্ন জেলায় আরও কয়েকটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, কুড়িগ্রাম ও বরগুনা জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। দেশের হাসপাতালসমূহের শয্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ০৪ (চার)টি নতুন মেডিকেল ও ০৩

(তিন)টি আইএইচটি স্থাপন করা হয়েছে। বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান ব্যবস্থা সম্প্রসারণে শিক্ষা ও গবেষণামূলক সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৩৭৮০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৩২২টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে Centre of Excellence হিসেবে রুপান্তরের কাজ চলছে। চক্ষু সেবা নিশ্চিত করার জন্য গোপালগঞ্জে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৮০টি এ্যাম্বুলেন্স বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্মান ইউনিট সিএমএমইউ কে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়েছে।

গ্রামীন এলাকায় প্রতি ৬০০০ (ছয় হাজার) জনগণের জন্য ০১ (এক)টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের আলোকে ১৩,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক ইতোমধ্যে কার্যকরভাবে চালু করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২,৮৭৬ (দুই হাজার আটশত ছিয়াত্তর) টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর জন্য ১৩,৫০০ কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এর মাধ্যমে গ্রামীন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার মান যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জন্য সোলার প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নার্সিং সেক্টরের উন্নতিকল্পে বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০০৯-১০ শিক্ষা বর্ষে নব নির্মিত ১১টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ছাত্রী ভর্তিসহ শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। ৩টি নতুন নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে। ৩টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ১৪৪৫ জন নার্সকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। জাপান সরকারের সহায়তায় ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

দরিদ্র্ মহিলাদের নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩৩টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ ভাউচার প্রদর্শনের মাধ্যমে দরিদ্র ব্যক্তি যে কোন সরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। ইপিআই কাভারেজ বর্তমানে সবগুলো টিকা প্রাপ্তির হার (১ বৎসরের নিচে) ৭৫.২ % এ উন্নীত হয়েছে। ২ বছরের নিচে ৯২%। ইপিআই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে শিশু মৃত্যুর হার ৮৮ থেকে ৬০ এ নেমে এসেছে। ১ বৎসরের নিচে (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে) ৬৫ থেকে ৪৩ এ নেমে এসেছে। নবজাতকের মৃত্যু ৪১ থেকে ৩৭ এ নেমে এসেছে। শিশু ও মায়েদের জন্য ভিটামিন এ প্লাস কার্যক্রম চালু রয়েছে। জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের অপুষ্টি দূরীকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে ১৭৩টি উপজেলায় ''এলাকা ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম'' চালু রয়েছে। ২০১১ সাল নাগাদ আরও ৬০টি দারিদ্র্য কবলিত ও দূর্গম উপজেলাগুলোতে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার স্বল্পোনাণত দেশগুলোর নিকট বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাফল্য একটি মডেল হিসেবে প্রসংশিত। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের দেশে ১৯৭৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রতি বছর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার গড়ে ১.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৪ কোটি ৬৬ লাখ। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে ১.৩৯। ভিশন ২০২১ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৮০ শতাংশে ও গড় আয়ু ৭০-এ উন্নীত, মাতৃমৃত্যুর হার ১.৪৩-এ এবং এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ১৫ তে হ্রাস করার জন্য উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সরকারের সঠিক নীতি ও বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের কারণে ঔষধ শিল্প একটি দ্রুত বিকাশমান শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর চাহিদার ৯৭% পূরণ করছে যার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে যা ৮৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত হবে। দেশজ চাহিদা মিটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৭৯টি দেশে বাংলাদেশের ঔষধ রপ্তানী হচ্ছে। এন্টিক্যান্সার, হরমোন, ইনসুলিন ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তির ঔষধ বর্তমানে দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। বাংলাদেশ অচিরেই ভ্যাকসিন উৎপাদন শুরু করবে। ঔষধ শিল্পের এই বিকাশ অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় এই সেক্টরে প্রবৃদ্ধির হার ১৩.৫% থেকে ১৫% এ উন্নীত হবে। বর্তমান সরকার ঔষধ সেক্টরকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের জন্য বিশ্বস্বাসহ্য সংসহার একজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় ঔষধ নীতি ২০০৫ যুগোপযোগী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে কঁাচামাল উৎপাদনে স্বয়ং সম্পন্নতা অর্জন ও আমদানী নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে একটি এপিআই পার্ক সহাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা অচিরেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সরকারি হাসপাতাল, স্থাপনা ও দপ্তর থেকে শুরু করে সকল জেলা ও উপজেলা পর্য্যায়ে Computer Network স্থাপন করা হয়েছে এবং ঐ সকল স্থানে Internet Connection দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও রোগীদের সেবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে, জেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এ বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮টি Telemedicine Consultation Center স্থাপন করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীরা ঢাকার বিভিন্ন Specialist দের সাথে বিনা পয়সায় পরামর্শ চিকিৎসা নিতে সক্ষম হবে।

Ministry of Health and Family Welfare Performance Report (2009-2010)

Constitutionally Government of Bangladesh is obligated to ensure provision of basic necessities of life including medical care to its citizen, to raise the level of nutrition and to improve public health. Bangladesh is committed to acheive the Millenium Development Goal(MDGs) by 2015 and has been pursuing various programs to translate these goals into reality.

Health Nutrition and Population Sector Program (HNPSP) is being implemented for 2003-2011 with the goal to acheive sustainable improvement in health, nutrition and family planning status of the citizen's of Bangladesh with the ultimate aim of poverty reduction. With the revised estimated cost of Tk. 37,384.11 crores, this is the largest sector wide approach in the world. Ministry of health and family welfare continuouly pursuing sector wide approach as its development policy with the objective of increase availabilty and utilization of user-centered services for a essential services package delivery along with other health, nutrition and population services.

Providing improved health care services for all through developing health, nutrition and population sector to ensure a healthy and productive life for the citizens is one of the main election manifestos of the present Government. To this end, the Government has introduced a number of programs to benefit the people. The Government has so far brought major changes in the sector through initiating measures like ensuring transparency and accountability, invigorating human resources development, filling up the vacant posts, increasing the number of hospital beds at district and upazila levels, setting up medical colleges and nursing institutes, revitalizing community clinics and augmenting reproductive health care and nutrition services. Because of the intensified supervision and monitoring of the Government, we have accomplished significant successes in this sector. Bangladesh won the UN Award in 2010 for achieving the MDG-4 target in reducing child mortality. The Government has also decided to pilot a Health Insurance Scheme to introduce health insurance/protection program like developed countries at community level to raise people's awareness, to ensure accountability of the service providers, to establish community partnership and participation, to increase the health care demand of the users and to improve the quality of care.

Improvements in infrastructure development and construction of new facilities are continuing in the HNP sector through required investment. 198 health complexes out of 419 have been upgraded to 50 bed. Up gradation 103 upazila health complexes is continuing. Rest of upazila health complexes will be upgraded gradually. DPP of a new medical college and hospital in different district is under process. Up gradation of 250 bedded Kurigram and Barguna district hospital is under process. At union level to serve health care 3,780 health and family welfare centre have been established. Rest of 322 union health and family welfare centre to established. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University is to be converted as centre for excellence. To ensure eye service Sheikh Fazilatunnessa Mujib eye hospital is going to be set up in Gopalgonj. Through expansion of existing hospitals, four medical colleges and three IHT have been set up. Setting up new specialized hospital and institutes provide opportunity for medical education and research. As well as Present government allocated 180 ambulances in different hospitals and health institutes. A construction unit CMMU under the ministry of health has been converted to directorate of health engineering.

On the basis of principle of establishing one community clinic for every 6,000 population in rural areas, government is establishing 13,500 community clinics. Measures have taken to operational 10,723 community clinics. A project has been undertaken for ensuring health services to the rural people through community clinics by constructing another 2,876 new community clinics. Appointment of 13,500 Community health care providers is under process. This will result not only improvement of health care at rural level but also employment opportunity at local level. Initiatives have been taken to set up Solar panel for uninterrupted electricity supply to ensure health services at community clinic.

For the aim of nursing sector development, BSC in nursing course has been introduced. In 2009-10 session along with student admission educational activities has been launched in newly set up 11 nursing institutes. Three new nursing colleges has been set up and initiatives taken to convert three nursing institutes to college. Recently 1445 nurses have been appointed. The government has efforts to set up an international standard nursing institute with the financial support of Japan.

In order to overcome economic barrier for accessing care during pregnancy and delivery by the poor women, maternal vouchers scheme is under implementation in 35 upazilas. These vouchers pay for the poor women to access required health care during pregnancy and delivery in any government facilities or non government ones activated

by the government. EPI coverage at present are All dose of vaccine given (under 1year):75.2%. All dose of vaccine given (under 2 year):92%. Amongst its BCG-99%, DPT-3:93%, Polio-3:93%, Hepatitis-B-3: 93%, Measles-83%. Vitamin A+ program is on operation for the mother and children. Area based community nutrition program is being implemented 109 upazila under national nutrition program for reduction of malnutrition. The same program is planned for expansion in 60 poverty affected upazilas and hard-to-reach areas by 2011.

The achievements of family planning programme of Bangladesh has become a model to the Least Development Countries of Asia, Africa and Latin America. The users of family planning method are increasing in our country from 1975 in an average of 1.5% instead of various unavoidable circumstances. At present total population of Bangladesh is nearly 14 crore 66 lacs. Population growth rate is now 1.39%. According to vision 2021, the government is continuing her initiatives and efforts to increase the rate of family planning method user to 80 and average age to 70, to reduce the morbidity rate to 1.43 and to reduce child death rate to 15.

The pharma sector of Bangladesh has been turned into a fast growing one due to the appropriate policy and incentives of the present Government. At present the pharmaceutical sector is meeting the 97% local demand which is amounting to Taka 7000 crore. This is gradually increasing & expected to reach 8500 crore within next 2-3 years. After meeting 97% of local demands of medicine we are exporting our pharma products to 79 countries of the world including USA & UK. Very specialised product like Anticancer, Hormone, Insulin etc are produced locally. Bangladesh will be able to produce human vaccine very soon. If this trend of growth continues it is expected that the growth rate in the pharma sector will increase upto 15% from 13.5%. It is needless to mentioned here that the present Government has given utmost importance to the drug sector. Therefore, assuming the power the Government raised the status of the Directorate of Drug Administration to that of Directorate General of Drug Administration. To raise the Drug Administration to an international standard training has been conducted by WHO consultant to the officers of Drug Administration. Action has been taken to update the National Drug Policy 2005. To make the country self sufficient in Raw material productions & to decrease import dependence, Government has taken initiative to establish an Active Pharmaceutical Ingredient (API) Park which is under process.

To transform the vision 2021 into reality as per its election manifesto present government has initiated various program and started its implementation. By this time starting from national level tertiary hospital to upazila health complex is connected through computer network and internet connection. Government is starting e-health services through this. All the district hospitals and upazila health complexes now have mobile phones and doctors are providing medical advice through these phones.

Government established eight Telemedicine Centers in different part of the country in order to provide specialist service to the remote area people free of cost.

অতিরিক্ত তথ্যঃ

Comment:

শূন্য পদঃ

স্বাস্থ্য বিভাগের সকল শূন্য পদ পর্যায়ক্রমে পুরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৫৫১ (তিনহাজার পাঁচশত একান্ন) জন সহকারী সার্জন এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাহা ছাড়া ২৮তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) এর মাধ্যমে ৭০৬ (সাতশতছয়) জন সহকারী সার্জন এবং ৯৭ জন ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ৩য় শ্রেনীর স্বাস্থ্য সহকারী পদে ৬৩৯১ (ছয় হাজার তিনশত একানববই) জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর ৪২১৭ টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু নিয়োগ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং কিছু নিয়োগ প্রক্রিয়া চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ।

নূতন প্রকল্পঃ-

২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে যে সকল নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব রয়েছে। সেগুলো হলো-

(১) শেখ লুৎফর রহমান ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ। (বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৩ ইং)।

(২) খুলনা শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল সম্প্রসারণ প্রকল্প (বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১২ ইং)

(৩) গোপালগঞ্জ জেলার গোনাপাড়ার একটি ট্রমা সেন্টার নির্মাণ (বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৩ ইং)

(৪) শেখ ফজিলাতুনন্নেসা মুজিব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন, গোপালগঞ্জ। (বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৩ ইং)।

(৫) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১৩ ইং)।

(৬) ডেভেলপমেন্ট অব ই-হেলথ ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ (বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১৩ ইং)।

(৭) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রিসার্চ (বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৩ ইং)।

(৮) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেজ এন্ড রিসার্চ (বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৩ ইং)।

(৯) এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু (চিলড্রেন) হসপিটাল এ্যাট শেরেবাংলা নগর ঢাকা (বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৩ ইং)

(১০) কেন্দ্রীয় এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ব্যবস্থা (বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৩ ইং)

(১১) সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৩ ইং)

(১২) ঢাকা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন (বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১২)

(১৩) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ (বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৫ ইং)

(১৪) শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ (বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১৩)

(১৫) ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৩ ইং)

বিগত ২০১০ সালে পাকিসতানে মারাত্নক বন্যা হয়। উক্ত বন্যার্ত মানুষের সাহায্যার্থে বিশ্বব্যাপী সহায়তা চাওয়া হয়। পাকিসতানের বন্যার্ত জনগনের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার পক্ষ থেকে ৪০(চলিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি চিকিৎসক দল এবং ৩,৯৬,৭১,৫৮৬.৫৪ (তিন কোটি ছিয়ানবব লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশত ছিয়াশি টাকা চুয়ান্ন পয়সা) টাকার ঔষধ প্রেরণ করা হয়েছে। হাইতিতে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রসহদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি চিকিৎসক দল এবং ২২,১৬,৪৭৬.৮০ (বাইশ লক্ষ ষোল হাজার চারশত ছিয়াত্তর টাকা আশি পয়সা) টাকার ঔষধ প্রেরণ করা করা হয়েছে।

বিভিন্ন হাসপাতালে ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে আরো ২৭টি এ্যামবুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।

Vacancies:

Steps have been taken to fill up the vacant post of health sector. Already 3551 assistant surgeons have been appointed on ad hoc basis. Beside that 706 no. of assistant Surgeon and 97 Dental Surgeon are appointed in 28 BCS (health) cadres. 6931 no. of people have been appointed health assistants posts of class 3 grade. Appointment procedures of 4217 posts in class 3 and 4 category are the final stage.

New Project:

New Projects included in the revised ADP of FY 2010-2011 are as Follows:-

1. Establishment of Sheikh Lutfur Rahman 50 bedded Dental college at Gopalgonj. (Implementation Period July 2010- June 2013)
2. Extension of Shaheed Sheikh Abu Naser Specialized Hospital, Khulna. (Implementation Period July 2011- June 2012)
3. Establishment of Trauma Centre at Gonapara, Gopalganj. (Implementation Period January 2010- December 2013)
4. Establishment of Sheikh Fazilatunnessa Mujib Medical college and Hospital & Nursing Institute (Implementation Period January 2010- December 2013)
5. Establishment of Khulna Medical College & Hospital. (Implementation Period January 2010- December 2013)
6. Development of E-health for digital Bangladesh. (Implementation Period January 2010- December 2013)
7. National Institute of Laboratory Medicine of Referral Centre. (Implementation Period July 2010- June 2013)
8. National Institute of digestive Diseases of Research (NIDDR). (Implementation Period July 2010- June 2013)
9. Extension of Dhaka Shisu (clinic) Hospital at Shre-Bangla Nagar, Dhaka. (Implementation Period July 2010- June 2013)
10. Satkhira Medical college & Hospital (Implementation Period January 2010- December 2013)
11. Establishment of Health centre at various ward in Dhaka city. (Implementation Period January 2010- December 2013)
12. Shaheed Syed Nazrul Islam Medical college & Hospital, Kisorgonj (Implementation Period January 2010- December 2013)
13. Establishment of Faridpur Medical College & Hospital. (Implementation Period January 2010- December 2013)

14. Central Ambulance Service Management.
    (Implementation Period July 2010- June 2013)
15. Specialized Training for Health service Providers.
    (Implementation Period July 2010- June 2013)

In response to International urge for assistance following devastating flood in Pakistan in 2010, the Government of Bangladesh sent a Medical Team Comprising 40 doctors to Pakistan along with medicines worth BDT 3,96,71,586.54 (Three core Ninety six lakh seventy one thousand five hundred eighty six and fifty four paisa)

A Ten member Medical Team along with medicines worth BDT 22,16,476.80 (Twenty two lakh sixteen thousand four hundred seventy six & eighty paisa) was sent to Haiti for treating the victims affected by the earthquake.
More over 27 ambulances allocated in different hospital and health institute.